সাক্ষাৎকারে

শামীম রেজা

9789845101936

সাক্ষাৎকারে শামীম রেজা
প্রকাশ : ৮ মার্চ ২০২১
স্বত্ব : সম্পাদক পর্ষদ
প্রকাশক : জসিম উদ্দিন
কথাপ্রকাশ
ফোন ৯৫৮১৯৪২, ০১৭৬৬৫৯০৪০৪
বাংলাবাজার শাখা
৩৮/৪ বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা ১১০০
ফোন ৯৫৮১৯৪২, ০১৭০৬৮৯৩২১০, ০১৭১৪৬৬৬৯৪৬
শাহবাগ শাখা
৮৭ আজিজ সুপার মার্কেট (৩য় তলা), শাহবাগ, ঢাকা ১০০০
ফোন ৯৬৩৫০৮৭, ০১৭০০৫৮০৯২৯
কলকাতা শাখা
বিদ্যাসাগর টাওয়ার, এ-১৪ (গ্রাউন্ড ফ্লোর)
১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট (কলেজ স্ট্রিট), কলকাতা-৭০০ ০৭৩
ফোন ০৩৩২২৪১০৪০০ (+৯১৩৩২২৪১০৪০০)
পরিবেশক
কাগজ প্রকাশন, বাড়ি-৮৫, রোড-৭/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
মূল্য : ২৫০.০০
প্রচ্ছদ : শাহজাহান বিকাশের আঁকা প্রতিকৃতি অবলম্বনে মোস্তাফিজ কারিগর

SAKKHATKARE SHAMIM REZA
Published by Jashim Uddin
Kathaprokash, 38/4 Banglabazar, Mannan Market (2nd floor)
Dhaka 1100, Phone : 9581942, 01706893210
Published : 8 March 2021
Price : Tk. 250.00, $ 15
Email : info@kathaprokash.com, Web : www.kathaprokash.com
ISBN : 978 984 510 193 6

ঘরে বসে কথাপ্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/kathaprokash; Hotline 16297

সূচিপত্র

ভাষা জনগণের সম্পদ, আর এই সম্পদের অভিভাবক কবি ▪ ১১
বিভাস রায়চৌধুরী ও কবি শামীম রেজার কথোপকথন ▪ ৪৩
কথোপকথনে শামীম রেজা ও মাসুদুজ্জামান ▪ ৬৬
আমরা মিথ, পুরাণ, লোকজ সম্পদটাকেই আত্মীকরণ করলাম ▪ ৯৪
শামীম রেজার সঙ্গে আলাপ ▪ ১০১
কবিতায় অধরাকে ধরতে চাই, ধরাকে অধরা করতে চাই ▪ ১২৮
ভাষা নিয়ত অন্তস্রোতে পরিবর্তনশীল যা কিনা স্বপ্নদ্রষ্টা একজন কবিই
তার পাল্‌স ধরতে পারেন ▪ ১৩৬
সুবর্ণনগর হলো আমার এই ব-দ্বীপ ▪ ১৪৫
শামীম রেজার সাক্ষাৎকার ▪ ১৬৩

শামীম রেজার সঙ্গে আলাপ

সম্পর্ককে আমি লালন করি, তা গড়ার ব্যাপারে সময় দেই। প্রেম হোক, ভালোবাসার সম্পর্ক হোক বা বন্ধুত্ব হোক। আমি এখানে সম্মানের জায়গাটা প্রথমে রেখে বলি

বনানী চক্রবর্তী : নমস্কার। আজকে 'কবির জন্ম, কবিতার জন্ম' অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে এসে পৌঁছেছি আমরা। আজকের অতিথি কবি শামীম রেজা। শামীমকে আমরা বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের সকলেই আমাদের বলে জানি। কারণ, এমন ভাবে আমাদের সাথে কবি শামীম রেজা জড়িয়ে আছেন যে আমরা দেশ আলাদা করে তাকে দেখতে চাই না। তবুও আজ বলতে হবে 'শামীম আমাদের বাংলাদেশের বন্ধু।' বাংলাদেশ-ভারতবর্ষ যেখানেই বাংলাচর্চা হচ্ছে সেখানেই শামীম রেজার কথা আলাদা করে বলার প্রয়োজন রাখে না। তারপরও 'তাবিকে'র পত্রিকার পক্ষ থেকে কবিকে পরিচয় করিয়ে দেবো। কবি শামীম রেজা অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু তুলনামূলক সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগের পরিচালক। তিনি নানান সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। সকলের বন্ধু। পাশাপাশি তার কবিসত্তা একেবারে স্বতন্ত্রভাবে জাজ্বল্যমান। এই মৌলিক স্বরই তাকে চিনিয়ে দেওয়ার একটি বড় জায়গা। এই জায়গাটাই আমরা আবিষ্কার করতে চাইব। রবীন্দ্রনাথের একটি কথা প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে আমাদের প্রাককথনে বলেছিলাম, 'কবি রে পাবে না কবির জীবনচরিতে।' আমরা মনে করি না এটি যথার্থ। কবিকে কবির জীবনচরিতের মধ্যে পাওয়া যায়, তাই 'তাবিক' আবার নতুন করে 'কবির জন্ম, কবিতার জন্ম'-এর মধ্য দিয়ে তার কাব্যভুবনকে খুঁজতে চেষ্টা করছে। কবি শামীম রেজার বাকি পরিচয়পর্বে আমার মনে হয় তার কবিতার মধ্য দিয়েই প্রবেশ করাই ভালো।

তার কবিতার বই 'নালন্দা দূর বিশ্বের মেয়ে' থেকে পড়ছি। যেটির প্রথম প্রকাশ ২০০৪-এ।

আমি আর ঈশ্বর

আমি আর আমার ঈশ্বর নগ্নবুকে কোলাকুলি শেষে
ঘুমোতে যাই, একই ঘরে একই খাটে, একই বিছানায়।

ঈশ্বর নাক ডেকে ঘুমায়, আমি অভিমানী মৃত্যুর
পায়চারি দেখি, উৎস খুঁজি না তার; তেত্রিশবার ছায়া
পড়ে চোখে, শুঁড়িখানা চিনি না বলে ভাবহীন রাতের
গল্প শোনায় সে, বর্ষায় ঝাপসা চাঁদের ঠোঁট, জলঝিঁঝির
ডাক, সব কিছু কেনা যায়! এমন-কি বিকৃত অধিকার।
এমনি করে একটি নীরস রাতের অন্তেষ্টি শেষে, একটি
নিথর দিনের জন্ম লয় কিংবা মৃত্যু হয়। ভ্রূণ-জন্ম
থেকে দেখেছি আমার ভিতরে ঘুমিয়ে আছেন ঈশ্বর যেন
শিবের ত্রিশূলে-গাঁথা নিরীহ শিকার।

এই কবিতার মধ্য দিয়েই আমরা শামীমকে চিনতে পারছি। তার কাছে ঈশ্বর, তারই পাশে ঘুমানো, তার মতোই রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত। এই যে শিবের ত্রিশূল, আমাদের সময়ের ত্রিশূল, আমাদের এই সময়ের যন্ত্রণার ধারক-বাহক।

যেহেতু শামীম আমাদের বন্ধু, তুমি করেই বলব। শামীম, তুমি এই কবিতা ২০০৪ এ লিখছ, তার যে জায়গায় আমি আসব তার আগে একটুখানি তোমাকেই তুমি চেনাবে, কারণ আমরা এখানে যেভাবে আয়োজন করেছি, আজকে আমাদের দ্বিতীয় দিন। প্রথম দিন কবি সুধীর দত্ত এসেছিলেন। আমরা কবিকে তার কবিতাপাঠ করতে বলি না। আমরা তাকে শ্রদ্ধা জানাই কবিতাপাঠের মধ্য দিয়ে। আর কবি তার প্রত্যেকটি পাপড়িকে উন্মোচন করবার মতো করে তার নিজের কথা বলতে থাকেন। প্রত্যেকটি দল যেন খুলতে থাকে প্রত্যেকটি মুহূর্তে। আমি জানি তুমি তোমার অন্যান্য প্রোগ্রামে আমরা দেখেছি এই সময়ে ভীষণভাবে সংকটময় সময়ের মধ্যদিয়ে আমরা যাচ্ছি। অনেক প্রোগ্রামে তুমি তোমার নিজের ছোটবেলা থেকে বলেছ, কিভাবে তুমি কবিতায় এসেছিলে? কিভাবে তুমি বিজ্ঞান পড়ে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার না হয়ে ছোটবেলা থেকে একটা সংকল্প যেন চারাগাছের মতো ভিতরে উপ্ত হয়ে গেল যে, তোমাকে কবিই হতে হবে। যেন এটা নিয়তি, এটা নেমোসিসের মতো। সেকথা আগেই শুনেছি তবুও আমরা আরেকবার শুনব। তোমার শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবন। এই চলার পথে দু-চারটি কথা শুনব। তার মধ্যে থেকে তোমাকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করব।

শামীম রেজা : শুভ সন্ধ্যা। ধন্যবাদ জানাই তাবিক পরিবারকে। এই মহামারির সময় যে নিশ্বাস নেওয়ার ব্যবস্থা করেছে তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। বাংলাদেশে আমাদের বন্ধুদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ব্যাপার আছে। যেকথাগুলো বলা হলো আমার বন্ধু কবি সৌমনা দাশগুপ্ত তার সম্পর্কে আমরা অনেকেই জানি আবার অনেকেই জানি না। তাবিক পরিবারের সকলের সম্পর্কে বলতে পারব না, তাই আমার এই তিন বন্ধু সম্পর্কে বলে নেই। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এমন সুন্দর আয়োজনে আমাকে নিমন্ত্রণ করার জন্য, আবার এক ধরনের পরীক্ষাও মনে হচ্ছে আমার। কবি